৩. চা–শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন বাস্তবায়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি এবং এখান থেকে চা রপ্তানি করা হয় ২৫টি দেশে। এই চা উৎপাদনের যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণ করেছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে চা-বাগান শ্রমিকদের এককালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে কর্মসূচি টি পরিচালিত হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির চলমান থাকে এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে এক কালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) হারে আর্থিক অনুদান দিয়ে আসছে ।

(ক). এক-কালীন আর্থিক অনুদানঃ-

সিলেট সদর উপজেলার চা-বাগান শ্রমিকদের তথ্য

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	স্থায়ী চা শ্রমিক সংখ্যা	অস্থায়ী চা শ্রমিক সংখ্যা	সর্বমোট	অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্ত বরাদ্দ
১	লাক্কাতুরা	৬০০ জন	৫৬০ জন	১,১৬০ জন	২০১৭-১৮	১,৪৭২ জন	৭৩,৬০,০০০/- (তিয়াত্তর লক্ষ ষাট হাজার টাকা)
২	কেওয়াছড়া	২২৬ জন	২৯৭ জন	৫২৩ জন	২০১৮-১৯	১,৮৮৮ জন	৯৪,৪০,০০০/- (চুরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)
৩	দলদলি	৩৩৬ জন	৪০৫ জন	৭৪১ জন	২০১৯-২০	২,২০৫ জন	১১,০২,৫০০০/- (এগারো কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা)
৪	মালনীছড়া	৭২০ জন	৫৫০ জন	১,২৭০ জন	২০২০-২১	২,২০৫ জন	১১,০২,৫০০০/- (এগারো কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা)
৫	হিলুয়াছড়া	৫১৬ জন	৫৬৭ জন	১,০৮৩ জন	২০২১-২২	২,২০৫ জন	১১,০২,৫০০০/- (এগারো কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা)
৬	তারাপুর	১১৫ জন	৪১০ জন	৫২৫ জন			
৭	আলীবাহার	১৫৭ জন	২১০ জন	৩৬৭ জন			

৮	খাদিম	৫৪০ জন	৩৯৬ জন	৯৩৬ জন			
৯	বুরজান	৩০৫ জন	১৬৮ জন	৪৭৩ জন			
১০	বুরজান কারখানা	১৮৯ জন	২৪৫ জন	৪৩৪ জন			
১১	কালাগুল	৫১০ জন	১৬৯ জন	৬৭৯ জন			
১২	ছড়াগাং	২৭৯ জন	২১৮ জন	৪৯৭ জন			
মোট		৪,৪৯৩ জন	৪,১৯৫ জন	৮,৬৮৮ জন			

“চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের মাঝে এককালীন আর্থিক অনুদান বিতরণ”

নিম্নোক্ত ছকে চা-বাগানের নাম, ব্যবস্থাপকের নাম দেওয়া হলো ঃ-

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	ব্যবস্থাপকের নাম	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	লাক্কাতুরা টি-এস্টেট	এমদাদুল হক	০১৭১১-১০৫২৫৫	
২	কেওয়াছড়া			
৩	দলদলি			
৪	মালনীছড়া	মোঃ সুহেল আহমদ	০১৭১১-৯৮৩১১৮	
৫	হিলুয়াছড়া			
৬	আলী বাহার	আঃ ছামাদ	০১৭১২-৪৫৪০৮৮	
৭	তারাপুর	রিংকু চক্রবর্তী	০১৭৪৮-১১৭২৮৮	
৮	খাদিম	আতিকুর রহমান	০১৭১১-৩৫৩৬৯৯	

৯	বুরজান কারখানা	কামরুজ্জামান	০১৭১৪-৫১৯৫৫১	
১০	বুরজান			
১১	ছড়াগাং			
১২	কালাগুল			

(খ). গৃহহীন চা-শ্রমিকদের আবাসন নির্মাণ কর্মসূচিঃ-

"সিলেট সদর উপজেলার বরাদ্দকৃত চা-বাগান শ্রমিকদের ঘরগুলো মধ্যে ২ টি ঘরের স্থিরচিত্র"

প্রতিবছর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন প্রদান করা হচ্ছে । এ সহায়তার মাধ্যমে চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকলাণ পরিষদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় অসহায়, দুস্থ ও গৃহহীন চা শ্রমিকদের টেকসই আবাসন নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয় । নিম্নে উক্ত প্রকল্পে সিলেট সদর উপজেলার তথ্য উল্লেখিত আছে ঃ-

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ	উপকার ভোগীর সংখ্যা/আবাসনের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	২০১৮-১৯	২৩,০০,০০০/-	০৬ টি	
২	২০১৯-২০	৪৮,০০,০০০/-	১২ টি	

৪. ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মসূচি

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চলে আসছে। উপমহাদেশেও এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষন, বঞ্চনা এবং নদী ভাঙ্গন, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগস্ট/২০১০ খ্রিঃ হতে কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যধিকে চিরতরে নির্মূলের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। বিষয়টি বিবেচনায় এনেই ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত দেশের ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে অর্থ প্রেরণ করা হয় । সর্বশেষ ভিক্ষুক পূনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম টি বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

ক্রমিক নং	সিলেট সদর উপজেলায় মোট ভিক্ষুকের সংখ্যা	পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত বরাদ্ধ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	৭২৭	---	৩,৮০,০০০/- (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা)	

৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ৬ টি আদিপেশা যেমন: কামার, কুমার, নাপিত, মুচি, বাশঁ-বেত পণ্য প্রস্তুতকারী ও কাঁসা-পিতল পণ্য প্রস্তুতকারীদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর জনগণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কাজে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কাজের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি ও তাদের পণ্য রপ্তানি করা । প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা। অর্থনৈতিক সম্পৃক্তির মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ। তাদের পেশার টেকসই উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ঃ ১। সফটস্কিলস (উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ) ২। এপ্রেন্টেসসীপ প্রশিক্ষণ। বর্তমানে সিলেট সদর উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পেশার জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তাদের তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে এন্ট্রি করা হয়েছে ।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	জরিপকৃত সংখ্যা	পেশার নাম	ওয়েব সাইটে এন্ট্রিকৃত সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১	১ নং জালালাবাদ	২৮	নাপিত, কামার, কুমার, জুতা প্রস্তুতকারী ও মেরামতকারী, বাঁশ ও বেত পণ্য প্রস্তুতকারী, নকশী কাঁথা, শতরঞ্জী প্রস্তুতকারী, লোকজ শিল্পী, কাঁসা পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী	৩৮	
২	২ নং হাটখোলা	১৫২		১০৩	
৩	৩ নং খাদিম নগর	৭৩		৮৩	
৪	৪ নং খাদিমপাড়া	১২১		১২১	
৫	৫ নং টুলটিকর	১০		১০	
৬	৬ নং টুকের বাজার	৩৮		৪৮	
৭	৭ নং মোগলগাঁও	২৮		৩৯	
৮	৮ নং কান্দিগাঁও	৮৯		৮৯	
	সর্বমোট	৫৩৯		৫৩১	

“প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির জরিপ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র”

৬. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসোমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি

প্রতিবছর দেশে প্রায় ৩ লক্ষ লোক এ সমস্ত রোগে মৃত্যুবরণ করে এবং ৩ লক্ষাধিক লোক ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থের অভাবে এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা যেমনি ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, তেমনি তার পরিবার চিকিৎসার ব্যয় বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে এ সকল অসহায় ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করেছে ।

সিলেট সদর উপজেলার বিগত ০২ (দুই) বছরের তথ্যঃ-

ক্রমিক সংখ্যা	আবেদন কারীর সংখ্যা	অর্থবছর	অনুদান প্রাপ্তির সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	১৫০	২০১৯-২০	২৩	
২	৭৪	২০২০-২১	১৯	১ম ও ২য় কিস্তি

সেবা ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

১. নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্মসূচি

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অধ্যাদেশে নিবন্ধন গ্রহণকারী সংস্থাগুলো ১৫টি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিবন্ধন নিয়ে থাকে। কার্যক্রমসমূহ হলো, শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের কল্যাণ, দরিদ্র রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, বৃদ্ধ ও দৈহিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, সমাজকল্যাণকার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন। সমাজসেবা অধিদফতর থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং এতিমখানার মত জনকল্যাণমুখী এজেন্সিসমূহ নিবন্ধন দেওয়া হয়। এ সকল সংস্থার নিবন্ধন ও পরিচালনার বিষয়ে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে সময়োপযোগী নির্দেশনা ও পরিপত্র জারি করা হয়।

নিম্নে সিলেট সদর উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিবরণ দেওয়া হলো ঃ-

ক্র: নং:	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবীর সংস্থার সংখ্যা	নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানার সংখ্যা	সেবার পরিধি	জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা	অর্থবছর অনুযায়ী অনুদান প্রাপ্তির সংখ্যা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১	১১৩	০২	নামের ছাড়পত্র ও নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা মোতাবেক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ, ক্যাশখাতা অনুযায়ী নিরিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন ও সংরক্ষন, নিবন্ধনের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম তদারকি করা, কার্যকরী কমিটি হালনাগাদ করনের ব্যাপার অবগত করা, অর্থবছর অনুযায়ী আয়-ব্যায়ের হিসাব ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ।	২০	২০১৯-২০২০ অর্থবছর---- ----	
২				১৩	২০২০-২০২১ অর্থবছর---- --	

শিশু সুরক্ষা মূলক কর্মসূচি

১. বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট কার্যক্রম:-

ক্রঃ নং	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এতিমখানার নাম	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান	মোট বরাদ্দ
১.	আল আমীন জামেয়া ইসলামিয়া এতিমখানা, ইসলামপুর, সিলেট সদর, সিলেট।	২৯	২০০০/- টাকা	২,১৬,০০০/- টাকা
২.	জামেয়া আবু হুরায়রা (রঃ) এতিমখানা, মহলদিক, সিলেট সদর, সিলেট।	৩৬		১,৫৬,০০০/- টাকা
	সর্ব মোট	৬৫		৩,৭২,০০০/- (তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার)

সেবার পরিধিঃ- ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানাগুলোর অর্থবছর অনুযায়ী প্রাপ্ত বরাদ্ধ, বিল ও ক্যাশখাতা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সভার কার্যবিবরণী, হালনাগাদ কার্যকরী কমিটি, এতিমদের ছবি সহ বিস্তারিত তথ্য রেজিঃ সংরক্ষণ ও নিয়মিত এতিমখানা পরিদর্শন করা ।

(২) সি.এস.পি.বি (চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে শিশু আইন ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও অবহেলা হ্রাসের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উহা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ভূক্ত ২৬ জেলার ৫২টি উপজেলা এবং ১১ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কার্যক্রম:

বিভিন্ন শিখন ও প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সমাজকর্মী, প্রবেশন অফিসার, শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য ও অন্যান্য সমাজসেবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ;

কেস ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে শিশুর ঝুঁকি নিরূপণ ও সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কাঠামো প্রস্তুত;

শর্তসাপেক্ষে শিশু সুরক্ষা ভাতা প্রদান (বাল্য বিবাহ রোধ, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নিরসন, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া রোধ);

উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু সরক্ষা সমাজকর্মী নিশ্চিতকরণ;

প্রতিবন্ধী শিশুবান্ধব সেবার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;

প্রতিবন্ধী শিশুবান্ধব সেবা প্রদানের জন্য সৃষ্টিশীল মডেল প্রকল্প গ্রহণ;

শিশুদের সেবা ও যত্ন বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন;

এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের যত্নের জন্য পরিবার এবং সমাজভিত্তিক বিকল্প পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্বন;

শিশু অধিকার এবং শিশু সরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কোর্স, প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমে প্রবর্তন;

সমাজকর্ম ও শিশু সুরক্ষার উপর মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ ও পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ প্রদান;

সমাজকর্ম বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যসম্পাদন পরবর্তী Frame work তৈরিকরণ;

শিশু আইন ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমাজসেবা অধিদফতরের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা জনবল বৃদ্ধিকরণ;

শিশু বান্ধব বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ;

শিশু সেবা হাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা, মনোসামাজিক কাউন্সিলিং, বিনোদন প্রদান এর ব্যবস্থাগ্রহণ;

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এর নিমিত্ত সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ অধিকতর কার্যকর করণ;

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী শিশুকল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;

শিশু সুরক্ষামূলক আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নীতি গ্রহণে এ্যাডভোকেসি প্রদান;

সিএসপিবি" প্রকল্পের আওতায় সিলেট সদর উপজেলার ১৪৭ জন মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান
৩৭ জন
৩ জন
১৫ জন
২৮ জন
৬ জন
৯ জন
৬ জন
২৭ জন
১২ জন
০৩ জন
------
১ জন
১৪৭ জন
১৭,৬৪,০০০/- টাকা (২০১৯ সালে ১৪৭ জন শিশুর মধ্যে ৪ জন শিশু ড্রপআউট হওয়ায় বাকী ১৪৩ জন শিশু ২য় কিস্তির =১৭,১৬,০০০/- টাকা পেয়েছে।) সর্বমোট= ৩৪,৮০,০০০/- টাকা

গৃহীত পদক্ষেপঃ- সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু ও আইনের সাথে সংজ্ঞাতে জরিত শিশুদের ক্ষেত্রে নিয়মিত কেইশ কনফারেন্স করা, ১০৯৮ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন, উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের নিয়মিত সভার আহবান ও আলোচ্য সূচি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

“পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি)”

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ শুরু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূত্রপাত। ফলে এ কার্যক্রমটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও যুগান্তকারী ইতিহাস। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন কর্মদলে সুসংগঠিত করা হয়ে থাকে এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। সিলেট সদর উপজেলার বাস্তবায়িত কর্মসূচি গুলো হলোঃ-

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	প্রকল্পভূক্ত গ্রাম	মোট প্রাপ্ত তহবিল	মোট বিনিয়োগকৃত তহবিল	পুনঃ বিনিয়োগ	বিনিয়োগে উপকারভোগীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৫ম পর্ব	১৩	১৬,৭৪,২৮১/-	১৬,৭৪,২৮১/-	২০,৭২,০০০/-	৪৬৮ জন
২	৬ষ্ঠ পর্ব	৬	৬,৮০,০০০/-	৬,৮০,০০০/-	৫০,০০০/-	১৩৯ জন
৩	বিশেষ বরাদ্দ	৬	১১,৪৪,০০০/-	১১,৪৪,০০০/-	১৪,৬৮,০০০/-	৫৭৪ জন
৪	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি	১০	৪,৬৩,৭০০/-	৪,৬৩,৭০০/-	৩,০৯,০০০/-	১৫৫ জন
৫	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	----	১২,৮৩,৭৮৭/-	১২,৮৩,৭৮৭/-	৫,৯০,০০০/-	১১৯ জন
৬	সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি (২০১১-১২)	১৬	৬৭,০০,০০০/-	৬৫,০০,০০০/-	২৩,৪০,০০০/-	৩৪৭ জন
	সর্ব মোট		১,১৯,৪৫,৭৬৮/-	১,১৭,৪৫,৭৬৮/-	৬৮,২৯,০০০/-	১,৮৪২ জন

“জাগরনী সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কিছু স্থিরচিত্র”